গাংনী ও মুজিবনগর থানায় নতুন ওসি নিয়োগ

মেহেরপুর জেলার দুই থানায় নতুন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী ও উত্তম কুমার দাস।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এবং মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উত্তম কুমার দাস।

১২ দিন পর থানায় মামলা, প্রধান আসামি নুর ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা বাজারে সালিশের নামে এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে মারধর, শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের ভাইরাল ঘটনায় অবশেষে মামলা হয়েছে। ঘটনার ১২ দিন পর গতকাল বুধবার গাংনী থানায় ভুক্তভোগী আলপনা খাতুনের এজাহারের ভিত্তিতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। মামলায় স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলামসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আলপন খাতুন। মামলায় নুর ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, সিদ্দিক আলী, জালাল আলী ও রাজু আলীকে আসামি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে বাড়িতে প্রবেশ, মারধর, শ্লীলতাহানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৪ মে সকালে নিজ বাড়িতে অবস্থানকালে আলপনা খাতুনকে গালিগালাজ করতে করতে তার বাড়িতে প্রবেশ করেন অভিযুক্তরা। তিনি প্রতিবাদ করলে সংঘবদ্ধভাবে তার ওপর হামলা চালানো হয়। একপর্যায়ে তাকে মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি ও লাথি মারা হয় এবং শ্লীলতাহানি করা হয়। তাকে রক্ষা করতে গেলে তার ছেলে বেল্লাল হোসেনকেও মারধর করা হয়। হামলার সময় তার গলায় থাকা প্রায়

৪০ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে এক নারীকে প্রকাশ্যে মারধরের দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিওটি ভাইরাল হলে এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে।

ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন আলপনা খাতুন একটি ধর্ষণ মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশের নামে নির্যাতন করা হয়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দিলেও তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে বুধবার গাংনী থানায় মামলাটি রেকর্ড হয়।

এদিকে নুর ইসলামের বিরুদ্ধে এর আগেও প্রভাব খাটানো ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। কয়েক মাস আগে এক ধর্ষণ মামলার বাদীকে আদালতে যেতে বাধা দেওয়া, আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগেও তিনি আলোচনায় আসেন। তবে ওই সময় তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

গাংনী থানার পুলিশ জানিয়েছে, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়গুলো তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনাটি নিয়ে এলাকাজুড়ে এখনো আলোচনা চলছে। ভাইরাল হওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

হতাশা আর দুশ্চিন্তায় স্বজনরা, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আকাশ উদ্দিন নামের এক আদম ব্যবসায়ীর লোভনীয় ও মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে সৌদি আরবে গিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭ যুবক।

সৌদির আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় একটি ঘরে আটক অবস্থায় রয়েছেন তারা। সারাদিনে একবার খাবার পেলেও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে পৃথক পৃথক ভিডিও বার্তায় তারা তাদের কষ্টের কথা জানিয়েছেন।

খোঁজখবর না পেয়ে স্বজনরাও এখন দিশেহারা। আদম ব্যবসায়ী মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানা ও পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীদের পরিবার। শনিবার দুপুরে গাংনী থানায় এসে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে জানা গেছে, আরামদায়ক কাজ, ভালো বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিদ্দুসের ছেলে লিংকন, জাহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব, আনারুল ইসলামের ছেলে বাসারুল ইসলাম, কোদালকাটি গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে তাইমুদ্দিন, সিন্দুরকোটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে শুরুজ আলি, মটমুড়া গ্রামের নাইম ও জিনারুল ইসলামসহ অনেক যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিন।

সিন্দুরকোটা, কোদালকাটিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭ মাস আগে প্রত্যেকের সঙ্গে সাড়ে ৫ লাখ টাকায় চুক্তি করে ৯ যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান আকাশ। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে ওই যুবকদের পরিবারের কাছে আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন আকাশ। সন্তানের কষ্ট দেখে প্রত্যেক পরিবার আবারও ৫০ হাজার টাকা করে দেন। সেই টাকা নিয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন আকাশ।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করে কাজে লাগানোর কথা থাকলেও সাত মাস পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ দেয়নি দালাল আকাশ। এখন

পরিবারের সদস্যরা ছেলেদের খোঁজ নিতে আকাশের বাড়িতে গেলে তিনি তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং বিদেশে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, তাদের সন্তানরা এখন বিদেশের মাটিতে বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে ভুক্তভোগী ৭ যুবক ভিডিও পাঠাচ্ছেন পরিবারের কাছে। দালালের লোকজন তাদের একটি ঘরে আটকে রেখে দিনে একবেলা খাবার দিচ্ছে। তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সন্তানের ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছেন মা-বাবা ও স্বজনরা। তারা নিজেদের সন্তানদের চুক্তিমতো কাজ ও ভালো বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানব পাচারকারী আকাশ দালালের বিচার দাবি করেছেন। গত শনিবার গাংনী থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আকাশ উদ্দিন বলেন, “তাদের আমি বিদেশে পাঠিয়েছি। আমি সৌদি আরবে ছিলাম, এখন বাড়িতে চলে এসেছি। তবে তারা কষ্টে নেই। চুক্তি অনুযায়ী তাদের তিন মাসের আকামা করে দিয়েছি।”

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার জানান, পাঁচজন ভুক্তভোগী থানায় এসে আকাশ নামের এক আদম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগীদের আবেদনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, বিদেশে নিয়ে যেসব যুবকদের হয়রানি করা হচ্ছে, তাদের পরিবার অভিযোগ দিলে ভুক্তভোগীদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে।

ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট নিয়ে মানহানির আশঙ্কা, গাংনী থানায়

[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] [illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible] ([illegible])[illegible]

[illegible], [illegible] “1xViral Video Taposh” [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible], [illegible]

থানায় আশ্রয়

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় নয়ন আল মামুন (৩২) নামের এক যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করার ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ রক্ষার্থে রক্তাক্ত অবস্থায় সদর থানায় আশ্রয় নিলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) রাতে শহরের বিএডিসি মোড়ের পুরাতন স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় প্রাণ রক্ষার্থে মোটরসাইকেলযোগে সদর থানায় গিয়ে আশ্রয় নেন ওই যুবক। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত নয়ন আল মামুনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহত নয়ন আল মামুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারপাড়ার বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় নয়ন আল মামুনসহ দুজন মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গা শহরে আসছিলেন। পথিমধ্যে বিএডিসি সড়কের পুরাতন স্টেডিয়ামের কাছে পৌঁছালে কোনো কারণে অজ্ঞাত কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে নয়নকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় দ্রুত মোটরসাইকেলযোগে সদর থানায় আশ্রয় নেন। পরে পুলিশ তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহতের বড় ভাই বলেন, হামলাকারীদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি এবং ঘটনার প্রকৃত কারণও জানা যায়নি। আমার ভাই তাদের চেনে না বলে জানিয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ রাজশাহী অথবা ঢাকায় নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, “নিজেকে রক্ষার্থে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মোটরসাইকেলযোগে থানায় চলে আসেন। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। কী কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা হাসপাতালে গিয়ে আহতের সঙ্গে কথা বলেছি। মামলার জন্য বলা হয়েছে। হামলাকারীদের শনাক্ত ও আটকের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।”

শৈলকুপা থানায় ১৪ ঘণ্টা সাংবাদিককে আটক রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানায় আশরাফুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর একটি হত্যা মামলায় অজ্ঞাত আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাত ১২টার দিকে উপজেলার গাড়াগঞ্জের বড়দা ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। রোববার দুপুর ২টা পর্যন্ত তাকে শৈলকুপা থানার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় আটকে রাখার কোনো কারণই জানায়নি পুলিশ। ওই সাংবাদিকের পরিবারের দাবি, ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর কেন বা কী উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হলো তা স্পষ্ট নয়। অথচ সংঘর্ষে হত্যার শিকার মোহন শেখ তার চাচাতো দাদা হন।

আশরাফুল ইসলাম বাংলা এডিশনের ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি এবং ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শৈলকুপা উপজেলার মাধবপুর গ্রামের আক্কাচ আলীর ছেলে। পূর্বে তার নামে কোনো মামলা নেই বলে জানিয়েছে শৈলকুপা থানার পুলিশ।

আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী শান্তা খাতুন বলেন, শনিবার রাতে তার স্বামী আশরাফুল ইসলাম স্ত্রীর বাবার বাড়ি ব্রাহিমপুর গ্রামে অবস্থান করছিলেন। এ সময় রাত ১২টার দিকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বড়দা ব্রিজ এলাকায় ডেকে আনেন শৈলকুপা থানার এসআই তরিকুল ইসলাম। থানার ওসি ওই সাংবাদিকের সঙ্গে চা খাবেন জানিয়ে তাকে শৈলকুপা থানায় নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে থানায় তাকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা আটক রাখা হয়।

আশরাফুলের বাবা আক্কাচ আলী বলেন, “আমার ছেলে পেশায় একজন সংবাদকর্মী। সে দীর্ঘদিন ধরে জেলা শহরে বসবাস করে আসছে। তার

বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকলেও পুলিশ তাকে থানায় ১৪ ঘণ্টা আটকে রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। আমার ছেলে নিরপরাধ। যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সেই মামলার বাদী আমার আপন চাচাতো ভাই। যিনি হত্যার শিকার হয়েছেন, তিনি আমার ছেলের আপন চাচাতো দাদা। আমার ছেলেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।”

মামলার বাদী মোহন শেখের ছেলে হারুন অর রশিদ বলেন, “গত ২৩ এপ্রিল সকালে আমার বাবাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা। এ ঘটনায় ৪২ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করি। অথচ রোববার দুপুরে সেই মামলায় আমার আপন চাচাতো ভাতিজা আশরাফুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আমার বাবা হত্যার ঘটনায় ভাতিজা জড়িত নয়। ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “আমার ভাতিজা সাংবাদিকতা করে, জেলা শহরে থাকে। সে হত্যার সঙ্গে জড়িত নয় এ কথা জানালেও পুলিশ তাকে আদালতে পাঠিয়েছে।”

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা জানান, “একটি মামলার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আশরাফুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছিল। এখন তাকে সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।” কী মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্নে ওসি বলেন, “আদালতে খোঁজ নিয়ে মামলার বিবরণ জেনে নিন।”

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামকে যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, নিহতের সঙ্গে তার নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। মামলার এজাহারে নাম না থাকার পরও তাকে গ্রেপ্তার এবং স্বয়ং বাদীর আপত্তির বিষয়টি পুলিশের পেশাদারিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই ঘটনাকে ‘আইনের অপপ্রয়োগ’ হিসেবে অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করতেই এই নাটকীয় গ্রেপ্তারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা অবিলম্বে ওই সাংবাদিকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ৬ লাখ টাকা নিয়ে উধাও রকেট ডিএসআর, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরে ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং ‘রকেট’ কার্যক্রমের এক ডিএসআরের বিরুদ্ধে প্রায় ৬ লাখ টাকা আত্মসাত করে পলাতক থাকার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের বাসিন্দা আনিসুর রহমানের ছেলে মো. রেজাউল হক মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) পরিচালিত ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং ‘রকেট’ কার্যক্রমের মেহেরপুর সদর উপজেলার আওতাধীন ডিএসআর পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ওই পদে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

হঠাৎ করে তিনি রকেট কার্যক্রমের প্রায় ৬ লাখ টাকা আত্মসাত করে পলাতক রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত রেজাউল হক পলাতক থাকায় তদন্ত কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ঝিনাইদহে জুলাই আন্দোলনে থানা

থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ঝিনাইদহ থেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় রুবেল হোসেন নামে একজন কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে ২৪শের জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া একটি মাল্টি ইমপ্যাক্ট সাউন্ড গ্রেনেড, একটি ককটেল ও একটি র্যান্ডম মুভ টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার সদর উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের নাশকতা সৃষ্টির আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

সদর উপজেলার উদয়পুর এলাকায় ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি চৌকশ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রুবেল হোসেনের বসতবাড়ি থেকে উল্লিখিত বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত টিয়ারগ্যাস গ্রেনেডটি বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবহৃত সরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো গত বছরের জুলাই মাসে সংঘটিত আন্দোলনকালীন সহিংসতার সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-সরঞ্জামের অংশ।

অভিযান শেষে জব্দকৃত সব আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হরে।

মেহেরপুরে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ইভটিজিংয়ের শিকার, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ইভটিজিং করার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ইভটিজিং এর শিকার মোছাঃ সায়ান্তি আক্তার (১৫)। তিনি মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী এবং বামনপাড়ার প্রবাসী জমিরুল ইসলামের মেয়ে।

জানা গেছে, ঘটনা ঘটে সোমবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায়। অভিযুক্ত ইভটিজিংকারী তার লাল রঙের সুজুকি বাইক রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে সায়ান্তি আক্তার তার মায়ের সঙ্গে সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মোছাঃ সায়ান্তি আক্তার অভিযোগ করেন, কিছু দিন ধরেই কয়েকজন ছেলেকে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিল। একদিন আগে বাইকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলার পর আজ আমাকে বাইক দিয়ে ধাক্কা দিয়েছে।

এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভুক্তভোগীকে সঠিক বিচার দেওয়ার আশ্বাস দেন।

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার যৌথ অভিযানে ২ আসামি গ্রেপ্তার

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার এক আসামিসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে এ

অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এএসআই শামীম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আবুল হোসেনের ছেলে ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মিলনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেন।

পরে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীনকে (৪৫) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, গত এক মাস আগে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় ট্র্যাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত দুইজনকে গতকাল চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।